আর্জেন্টিনার জার্সিতে শেষ ম্যাচ, জোড়া গোলে রঙিন মেসি

সংগৃহীত ছবি

আর্জেন্টিনার জার্সিতে দেশের মাটিতে শেষ প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ খেললেন লিওনেল মেসি। ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে জোড়া গোল করে রঙিন করলেন মনুমেন্তাল স্টেডিয়ামকে। সতীর্থ, পরিবার আর হাজারো দর্শকের ভালোবাসায় ভেসে গেলেন এই কিংবদন্তি।

আর্জেন্টিনার ফুটবল ইতিহাসে আরেকটি অমর অধ্যায় লিখলেন লিওনেল মেসি। বুয়েনস এইরেসের মনুমেন্তাল স্টেডিয়ামে ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে দেশের মাটিতে তার শেষ প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচটা পরিণত হলো বিদায়ী উৎসবে।

শুরু থেকেই ভিন্ন আবহে ম্যাচটি খেলতে নামে আর্জেন্টিনা। গ্যালারিতে উপস্থিত ছিলেন মেসির স্ত্রী ও সন্তানরা। দর্শকদের আবেগ যেন মিলেমিশে তৈরি করেছিল এক অনন্য পরিবেশ। প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার আগে হুলিয়ান আলভারেজের পাস থেকে চেনা ভঙ্গিতে চিপ শটে দলকে এগিয়ে দেন মেসি।

দ্বিতীয়ার্ধে তার দ্রুত ফ্রি-কিক থেকে শুরু হওয়া আক্রমণে ৭৬ মিনিটে লাওতারো মার্টিনেজ ব্যবধান বাড়ান। এরপর মাত্র চার মিনিট পর থিয়াগো আলমাদার সঙ্গে দুর্দান্ত সমন্বয়ে সহজ ট্যাপ-ইনে দ্বিতীয় গোল পান মেসি। পুরো স্টেডিয়াম তখন একসঙ্গে গাইছিল— “লিও মেসি আছে পাশে, আমরা যাব দূর পর্যন্ত।”

চলতি বিশ্বকাপ বাছাইয়ে এটি মেসির সপ্তম গোল, যা তাকে সর্বোচ্চ গোলদাতার আসনে বসিয়েছে। একইসঙ্গে বাছাইপর্বে তার গোল দাঁড়িয়েছে ৩৫-এ। আর্জেন্টিনার হয়ে তার মোট গোল সংখ্যা এখন ১১৪, যার মধ্যে ১০০ এসেছে জাদুকরি বাম পায়ে।

শেষ দিকে হ্যাটট্রিকের সুযোগ এলেও অফসাইডের কারণে তা বাতিল হয়। তবুও ভেনেজুয়েলাকে ৩-০ গোলে হারিয়ে বিদায়ী রাতটা হলো স্মরণীয়। কাকতালীয়ভাবে ২০ বছর আগে এই মনুমেন্তালেই ছিল মেসির দেশের জার্সিতে প্রথম ম্যাচ। দুই দশক পর সেই একই ভেন্যুতে মেসি দিলেন আবেগঘন বিদায়।

আগামী ৯ সেপ্টেম্বর ইকুয়েডরের বিপক্ষে অ্যাওয়ে ম্যাচ দিয়ে শেষ হবে আর্জেন্টিনার বাছাই মিশন। তবে এই বিদায়ী রাত কোটি ভক্তের হৃদয়ে থাকবে স্মৃতির খাতায় অম্লান হয়ে।